যায়যায়দিন

তারিখ 15 FEB 2007 পৃষ্ঠা ... কলাম ৫

মাতৃভাষায় পড়াশোনার অধিকার বঞ্চিত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা

আলতাব হোসেন

মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ দেশের সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার হলেও দেশের প্রায় ৪৫টি জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ভূমিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি শিশুকে রক্ষা এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। ধারা ৩০-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নৃ-তাত্ত্বিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা এবং বিকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বার্সেলোনা ঘোষণাপত্রেও মাতৃভাষা চর্চার অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের এ সনদে বাংলাদেশও সই করেছে। এ সংক্রান্ত আইন ১৯৯৭ সালে সংসদে পাস হলেও গত ১০ বছরে তা বাস্তবায়ন হয়নি।

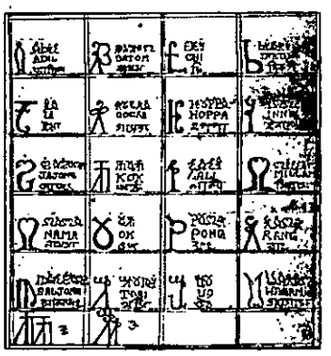

নয় বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও পার্বত্য এলাকার জাতিগোষ্ঠীগুলোর জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদান নিশ্চিত করা হয়নি। অথচ চুক্তি অনুযায়ী সরকারের ওইসব জাতিগোষ্ঠীর নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা। জাতিগোষ্ঠীগুলোর অধিকার আদায়ে আন্দোলনরত সংগঠনগুলো এ বিষয়ে কছু উদ্যোগ নিলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ এখনো তাদের শিশুদের জন্য স্বপ্নই রয়ে গেছে।

গারোদের আচিক বর্ণমালার নমুনা

আইএলও কনভেনশন ১০৭-এর ২১ অনুচ্ছেদে জাতিগোষ্ঠীগুলোর শিক্ষা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাতৃভাষায় যাতে আদিবাসী শিশুরা পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (গবেষণা) প্রফেসর জয়নাল আবেদীন বলেন, জাতিগোষ্ঠীগুলোর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে এ সম্পর্কে সরকারের একটি টাস্কফোর্স ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

ইউনেস্কোর ঢাকা অফিসের শিক্ষা বিষয়ক প্রগ্রাম অফিসার সাহিদা পারভিন জানান, ইউনেস্কোর মতে বর্তমানে পৃথিবীতে পৃঃ ২ >> কঃ ৭

মাতৃভাষায় পড়াশোনার অধিকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভাষার সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ছয় হাজার। বলা হচ্ছে, বিশ্বায়নের ফলে এর অর্ধেক ভাষা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে। তার মতে, পৃথিবী থেকে কোনো ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে তো সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়া, অনুভূতি হারিয়ে যাওয়া। একটা প্রচীন সভ্যতা হারিয়ে যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া ভাষাগুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, যাদের ভাষার লিপি নেই, বর্ণমালা নেই।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষা বিষয়ে এক প্রবন্ধে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় শিক্ষার অধিকারের দাবি জানাতে হবে– এটাই দুর্ভাগ্যজনক।

গবেষক ড.আলী আহম্মদ খান আইয়ুব বলেন, ভাষা সমস্যার কারণে শিশু শ্রেণী শেষ করার আগেই অন্তত ৭০ ভাগ শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে। তিনি জাতিগোষ্ঠীগুলোর শিক্ষা ও ভাষার চাহিদা বিষয়ে ২০০৬ সালে চাকমা, মারমা, চাক, ম্রো, মুরং মাহালি, কোচ, সাওতাল, মাহাতো, হাজং ও গারোদের ওপর গবেষণা করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি জেমস রুরাম বলেন, শতকরা ৯৪ ভাগ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষই বাড়িতে নিজ ভাষায় কথা বলে। আর স্কুলে গিয়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভাষা শুনতে পায়। এ অচেনা পরিবেশ থেকে সে পালিয়ে বাচতে চায়। খুব কম সংখ্যক ছেলেমেয়েই শেষ পর্যন্ত লেখাপড়ায় টিকে থাকতে পারছে।

আদিবাসী নেতা প্রফেসর রেমন্ড আরেং বলেন, অনেক শিশু ভাষা সমস্যার কারণে শিক্ষকদের কাছে প্রকৃতির ডাকের কথাও বলতে না পেরে ক্লাসে কাপড় নষ্ট করে। তিনি জাতিগোষ্ঠীগুলোর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের নিজেদের ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ১৯৯৯ সালের ২০ মার্চ থেকে গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া ইউনিয়নের বর্ষাপাড়া ও সুন্দরপুরে দুটি স্কুল পরিচালনা করেছে। শিক্ষার্থীদের জন্য সাওতালি ভাষায় ছয়টি পাঠ্য বইও প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলায় কমলগঞ্জে আনন্দমোহন সিংহের উদ্যোগে মণিপুরি ভাষায় পড়ালেখা করার জন্য একটি স্কুল চালু রয়েছে।

বিরিশিরি উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর সাবেক পরিচালক ও কবি রফিক আজাদ জানান, ইনডিয়ার ত্রিপুরায় ত্রিপুরি ভাষায় মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানকার সরকার স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত এটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ইনডিয়ার মিজোরাম, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষায় স্কুল রয়েছে।

মিয়ানমারে মারমা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগে পার্বত্য অঞ্চলে চাকমাদের বিদ্যালয় থাকলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সরকার সেগুলো বন্ধ করে দেয়। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও অভিধান রয়েছে। ২০০৬ সালের একুশে বই মেলায় চাকমা ভাষায় উপন্যাস বেরিয়েছে। মণিপুরিদের ভাষা মৈথসীর ইতিহাসও শতবর্ষ পুরনো। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। আর সাওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চার ইতিহাস ১৪০ বছরের। সাওতালি ভাষায় সাহিত্য ও অভিধান রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষারই নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় বাংলা হরফে লিখতে চান, কেউ আবার লিখতে চান রোমান হরফে। তবে সঞ্জীব দ্রং মনে করেন, আদিবাসী কমিউনিটির সদস্যরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কারা কোন হরফ ব্যবহার করবে। সাওতালদের নিজস্ব বর্ণমালা তালচিকি থাকলেও এখন তারা বাংলা হরফ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঞ্জীব দ্রং বলেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২০০৬ সালে গারো, কোচ, হাজং, খাসিয়া ও ওরাও ভাষায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইগুলো অনুবাদ করেছে। এর মধ্যে খাসিয়া ও গারোদের ক্ষেত্রে রোমান হরফ এবং হাজং কোচ ও ওরাওদের ক্ষেত্রে বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর সৌরভ সিকদার প্রাথমিকভাবে চাকমা, মারমা, গারো, সাওতালি, ত্রিপুরি ও ওরাও ভাষায় উদ্যোগ শুরু করা যেতে পারে বলে অভিমত পোষণ করেন।